গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম
ওয়েবসাইট: www.ctgcollege.gov.bd ইমেইল: ctgcollege@yahoo.com

তারিখ: ০৬/০১/২০২৬ খ্রি.

নোটিশ

এতদ্বারা চট্টগ্রাম কলেজের সকল শিক্ষার্থীর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-**এর যৌথ উদ্যোগে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে নির্বাচনী অলিম্পিয়াড ২০২৬ আয়োজন করা হয়েছে।

- তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০২৬ (শনিবার)
- সময়: সকাল ৯:০০টা - দুপুর ১:০০টা
- স্থান: একাডেমিক ভবন-৩, কক্ষ নং ১০৪ ও ~~মিলনায়তন~~ ১০২।

উক্ত অলিম্পিয়াডে লিখিত পরীক্ষা, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

চট্টগ্রাম কলেজের আগ্রহী শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। নিবন্ধন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে জানানো হবে।

সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ কাম্য।

(প্রফেসর মোহাম্মদ মোজাহেদুল ইসলাম চৌধুরী)
আইডি নম্বর: ০০৮৫২৮
অধ্যক্ষ
চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম

নির্বাচনী অলিম্পিয়াড

ধারণাপত্র

প্রেক্ষাপট: জাতিগতভাবে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের পর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অনেক প্রাণ ও ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রচিত হয় আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল সংবিধান। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।

একসময় যে জনগণ বা নাগরিকরা মালিকানাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক রক্তক্ষয়ী জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে প্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করেছে এবং নাগরিকত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বৈরশাসন তথা কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে বার বার বিজয়ী হয়েছে; অধিকাংশ সময় সেই নাগরিকরাই আবার নির্লিপ্ততায় আক্রান্ত হয়ে প্রজার মতো আচরণ করে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের জাতিগত স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই; প্রকৃত অর্থেই একটি অসাম্প্রদায়িক, শোষণমুক্ত, আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র গঠন করতে চাই; তবে তার জন্য অপরিহার্য সচেতন, সংগঠিত ও সোচ্চার জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি। দেশের জনগণ যদি নাগরিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সোচ্চার হওয়াসহ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতন থাকে, তবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমাজের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। আর সে লক্ষ্যেই আমরা আমাদের দেশের মানুষকে নাগরিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চাই।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পক্ষ থেকে কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে আমরা প্রথমে তরুণদের মধ্যে নাগরিক চেতনাবোধ জাগ্রত করতে চাই। কেননা আমরা জানি, আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস ও জাতিগত প্রতিটি অর্জনের ক্ষেত্রে এদেশের তরুণসমাজের অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা থাকলেও আজ আর তারা সেই অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না। নিজেদের সুশিক্ষিত করার পাশাপাশি দেশ ও জাতি গঠনে তারা রাখতে পারছে না উল্লেখযোগ্য কোনো গঠনমূলক ভূমিকা। অথচ দেশ-জাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাদের অবদান অপরিহার্য। তারাই জাতির ভবিষ্যত। আগামীদিনে তাদেরকেই ধরতে হবে দেশের হাল। তাই মেধা, মনন ও মানসিক বিকাশ ও যথাযথ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে তরুণদের গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই।

আমরা জানি যে, ভোটাধিকার প্রয়োগও একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তরুণ সমাজসহ এদেশের সিংহভাগ নাগরিক দীর্ঘদিন থেকে ভোটাধিকার বঞ্চিত। স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায় যে, ব্যাপক সংখ্যক তরুণ এবারের জাতীয় নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। জীবনে প্রথমবারের মত ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী ও দলের সপক্ষে ভোটদানের জন্য তরুণদের উদ্বুদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেই গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে তরুণদের মধ্যে নির্বাচন ও গণতন্ত্রসহ বিবিধ বিষয়ে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা, তাঁদের মেধা ও মননে বিকশিত করা এবং নাগরিক চেতনাবোধে জাগ্রত করে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ একান্ত জরুরি। এ লক্ষ্যেই নাগরিক সংগঠন সুজন-এর সহযোগিতায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছে **নির্বাচনী অলিম্পিয়াড**।

লক্ষ্য: তরুণ সমাজকে গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ সম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

উদ্দেশ্য: গণতান্ত্রিক তথা নাগরিক অধিকার আদায়ে সোচ্চার করাসহ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করা।

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল:

এই উদ্যোগের ফলে অংশগ্রহণকারীরা

- গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে।
- গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে জানতে পারবে।
- গণতন্ত্র, সংবিধান, আইন-কানুন, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হবে।
- দেশের গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।
- অধিকার আদায়ে প্রয়োজনে সংগঠিত ও সোচ্চার হওয়ার তাগিদ অনুভব করবে।
- নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচনী বিষয়াবলী সম্পর্কে সচেতন হবে।
- নাগরিক হিসাবে দেশের জন্য ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ হবে।
- নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবে।
- প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী ও দলের সপক্ষে ভোটদানের জন্য তরুণরা উদ্বুদ্ধ হবে।

অংশগ্রহণকারী:

- সারাদেশের ৮টি বিভাগভুক্ত ২৫টি জেলায় ২৫টি নির্বাচনী অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হবে।
- সংশ্লিষ্ট এলাকার কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচিত হবেন।
- যারা ভোটার হয়েছেন, অংশগ্রহণকারী হিসেবে তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন।
- একটি অলিম্পিয়াডে ন্যূনতম ২০০-২৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারবে।

অনুষ্ঠানের সময়: অর্ধদিবস (সকাল ৯.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত)

অনুষ্ঠানসূচি:

- সকাল ৯:০০ টায় জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুভসূচনা হবে
- সকাল ৯:১৫ পরীক্ষার প্রস্তুতি ও প্রতিযোগীদের কাছে নিয়ম-কানুন তুলে ধরা
- সকাল ৯:৩০ টায় ৩০ মিনিটের একটি পরীক্ষা
- সকাল ১০:০০ টা - ১২:৩০ টা পর্যন্ত মুক্ত আলোচনা
- দুপুর ১২:৩০ টা - ১.০০ টা পর্যন্ত ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণী।

ভেন্যু:

- অনুষ্ঠানের ভেন্যু হবে যে কোন জেলা বা উপজেলা সদরের সুবিধাজনক স্থানে।
- কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা গেলে ভাল হয়।
- ভেন্যুতে শিক্ষার্থী, অতিথি ও আয়োজনবৃন্দসহ একসাথে ২৫০-৩০০ জন বসার মতো হলরুম থাকতে হবে।
- প্রতিযোগীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা (হলরুম বা শ্রেণীকক্ষ) থাকতে হবে।

অতিথি:

- অনুষ্ঠানের মুক্ত আলোচনা ও পুরস্কার বিতরণী পর্বে বরেণ্য নাগরিকদের অতিথি হিসেবে মনোনীত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সুজন নেতৃবৃন্দসহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, আইজীবী, বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ শিক্ষক ইত্যাদি পেশার সাথে সম্পৃক্ত বা অবসরপ্রাপ্ত নাগরিকদের বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। আয়োজনরা চাইলে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদেরও বিবেচনায় নিতে পারেন।
- অলিম্পিয়াডের সূচনাপর্বে বিশিষ্ট কোনো নাগরিককে উদ্বোধক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

রেজিস্ট্রেশন:

- অংশগ্রহণকারীদের নির্ধারিত ফরমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিকভাবে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
- কেন্দ্র থেকে সরবরাহকৃত রেজিস্ট্রেশন ফরমে স্থানীয় আয়োজকগণ রেজিস্ট্রেশন করবেন।
- রেজিস্ট্রেশন ফরম-এর একটি অংশ পরীক্ষার প্রবেশ পত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। অপর অংশটি আয়োজকরা সংরক্ষণ করবেন।
- রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল কাজ অলিম্পিয়াডের তিন দিন আগে সম্পন্ন করতে হবে।

প্রশ্নপত্র:

- কেন্দ্রীয়ভাবে একটি টিম পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করবে ।
- অলিম্পিয়াডের জন্য কয়েক সেট প্রশ্নপত্র থাকবে।

অংশগ্রহণকারীদের যে সকল বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে:

- বাংলাদেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
- নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার
- নির্বাচন প্রক্রিয়া, নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান
- বিগত নির্বাচনসমূহের তথ্য ও ফলাফল
- নাগরিক অধিকার, নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
- স্বদেশের তথ্য
- সাধারণ জ্ঞান।
- ইতিহাস-ঐতিহ্য
- আইন-কানুন
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি
- আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ
- দেশীয় ঘটনাপ্রবাহ
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ

পুরস্কার:

- পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বারপ্রাপ্ত প্রথম ১০ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে এবং তাদের পুরস্কৃত করা হবে।
- বিজয়ীদেরসহ সকল অংশগ্রহণকারীকে সনদ পত্র প্রদান করা হবে।

আয়োজন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা:

- সুজন ও ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার/ সুজন-বন্ধু'র সহযোগিতায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট অলিম্পিয়াড আয়োজন করবে।
- আয়োজনের সুবিধার্থে প্রয়োজনে একটি আয়োজক কমিটি গঠন করা যেতে পারে।
- আয়োজক কমিটি শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকদের নিয়ে একটি ভলান্টিয়ার টিম গঠন করবে।
- শিক্ষকমণ্ডলীকে ফলাফল নির্ধারণের কাজে যুক্ত করতে হবে।
- এই ভলান্টিয়ার টিম পরীক্ষাসহ অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।
- দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে রেজিস্ট্রেশন ফরম, প্রশ্নপত্র, পুরস্কার, সনদপত্র ইত্যাদি পাঠানো হবে।
- অনুষ্ঠানের পর দ্রুততার সাথে ছবি, অংশগ্রহণকারীদের তালিকা, অংশগ্রহণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং বিজয়ীদের তালিকাসহ একটি প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে পাঠাতে হবে।
- ছবির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আনুষ্ঠানিকতাকে যেমন: জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, পরীক্ষা, মুক্ত আলোচনা (মঞ্চ ও অংশগ্রহণকারী), ফলাফল নির্ধারণ, পুরস্কার বিতরণী, বিজয়ীদের গ্রুপ ছবি ইত্যাদির দৃশ্য ধারণ ও প্রেরণ করতে হবে।

ব্যয়:

- অনুষ্ঠানের সামগ্রীক ব্যয়ভার দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর পক্ষ থেকে বহন করা হবে।
- রেজিস্ট্রেশন বইয়ের মুড়ি কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।